রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, এপ্রিল ১০, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২/ ১০ এপ্রিল, ২০২৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৬ সনের ৩২ নং আইন

পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) আইন, ২০২৩ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সরকার কতিপয় সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণাপূর্বক 'ক' ও 'খ' তালিকাভুক্ত করিয়াছে এবং উক্ত তালিকাভুক্ত সম্পত্তি হইতে কতিপয় সম্পত্তি তালিকাভুক্তির পূর্বে বা পরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করিয়াছে;

যেহেতু উল্লিখিত 'ক' ও 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি সরকারের নিকট হইতে বৈধভাবে ক্রয় করিয়া হস্তান্তরগ্রহীতা মালিকানা, স্বত্ব ও স্বার্থ অর্জন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের হস্থান্তরের মাধ্যমে মালিকানা, স্বত্ব ও স্বার্থ অর্জন করিতে পারেন কিন্তু উক্ত সম্পত্তি 'ক' ও 'খ' তালিকা হইতে বাদ দিলে তাহাদের স্বত্ব ও স্বার্থে জটিলতা সৃষ্টি হইতে পারে এবং একইসঙ্গে তাহাদের স্বত্ব ও স্বার্থে জটিলতা নিরসন করা প্রয়োজন এবং পূর্ববর্তী মালিকগণ বা তাহাদের পক্ষে কেহ এ বিষয়ে দাবি উত্থাপন করিতে পারে, সেকারণে উক্ত তালিকাভুক্তি বৈধভাবে করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হয়; এবং

যেহেতু উল্লিখিত সম্পত্তিতে হস্তান্তরগ্রহীতার ভোগ দখল ও স্বত্ব নিষ্কণ্টক করিবার জন্য পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৬৪ নং আইন) সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

মূল্য : টাকা ৪.০০

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০২৩ সনের ৬৪ নং আইনে নতুন ধারা ৫ক এর সন্নিবেশ।**—পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৬৪ নং আইন) অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৫ক।পরিত্যক্ত সম্পত্তির 'ক' বা 'খ' তালিকাভুক্ত বাড়িসমূহের বৈধ মালিকানা নির্ধারণ।—পরিত্যক্ত সম্পত্তির 'ক' বা 'খ' তালিকার যে সকল বাড়ি সরকার কর্তৃক বিক্রয়মূল্যে হস্তান্তর করা হইয়াছে বা হইবে সেই সকল বাড়ির মালিকানা বা স্বত্ব হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট বৈধভাবে হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং হস্তান্তরগ্রহীতাই উহার বৈধ মালিক হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তিনি বা তাহার ওয়ারিশগণ যথাযথভাবে তাহার বা তাহার ওয়ারিশগণের নামে নামজারি করিতে পারিবেন।"।

৩। **২০২৩ সনের ৬৪ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর ক্রমিক নং (২) এ উল্লিখিত "অতিরিক্ত কমিশনার (এপিএমবি), ঢাকা সহসভাপতি" শব্দগুলি, বন্ধনী ও কমার পরিবর্তে "তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা, সদস্য" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ক) এর ক্রমিক নং (১০) এ উল্লিখিত "তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা সদস্য-সচিব" শব্দগুলি, কমাগুলি ও চিহ্নের পরিবর্তে "অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা, সদস্য-সচিব" শব্দগুলি, বন্ধনী, কমাগুলি ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (খ) এর ক্রমিক নং (৮) এ উল্লিখিত "তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, সদস্য-সচিব" শব্দগুলি, কমা ও চিহ্নের পরিবর্তে "তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, সদস্য" শব্দগুলি, কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) দফা (খ) এর ক্রমিক নং (৮) এর পর নিম্নরূপ নূতন ক্রমিক নং (৯) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৯) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), সদস্য-সচিব।"।

৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) সংশোধন অধ্যাদেশ,২০২৫(২০২৫ সনের ১৫ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া

সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd